তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৮

**ওয়াশিংটনে শেখ রাসেলের জন্মদিন পালিত**

ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), ১৮ অক্টোবর :

: শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে। মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ ও ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর সোমবার রাত ১২টা ১ মিনিটে কেক কেটে এই জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সভাপতি এম নবী বাকী, সিনিয়র সহ সভাপতি শিব্বীর আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক হারুনূর রশীদ, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জি আই রাসেল, সদস্য জেবা রাসেল, মিরাজ হোসেন, মেট্রো ওয়াশিংটন যুবলীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সর্বজিৎ দাস তুর্য প্রমুখ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতো নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকেও ঠাণ্ঠা মাথায় খুন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ১৫ আগস্টের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

শিব্বীর/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৭

**বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিনে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শেখ রাসেল দিবস- ২০২২’ পালন**

বার্লিন (জার্মানি), ১৮ অক্টোবর :

জার্মানির বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আজ ১৮ অক্টোবর যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫৯তম জন্মদিন স্মরণে ‘শেখ রাসেল দিবস’ পালন করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর উপস্থিতিতে ‘শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক’ এই প্রতিপাদ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দিবসের শুরুতে সকলকে নিয়ে শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রদূত পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দূতাবাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের মিনিস্টার, কাজী মুহম্মদ জাবেদ ইকবাল এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর কাজী তুহিন রসুল।

এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল স্মরণে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত শেখ রাসেলের সততা, বুদ্ধিদীপ্ততা ও নেতৃত্বের গুণাবলির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাধারণ জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই আদর্শ ধারণ করে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠবে। তিনি আরো বলেন, শেখ রাসেলের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ঘটনা। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আছে তাঁর পবিত্র স্মৃতি। রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন যে, প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার শিশু -কিশোরদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে। এভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে শেখ রাসেলের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে, যেন তারাই গড়ে তুলতে পারে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

এরপর শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির জন্য শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

তৌহিদ/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৬

**মাছ চুরি রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ঘের মালিকদের**

**সম্মিলিতভাবে কাজ করার নির্দেশ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

খুলনা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, রাতের আঁধারে বিষ প্রয়োগ করে ঘেরের মাছ চুরি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ঘের মালিক-শ্রমিক সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আজ খুলনা সার্কিট হাউজের সভাকক্ষে খুলনা সিট করপোরেশন এলাকার ঘের মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খাত চিংড়িকে বিষ প্রয়োগ করে চুরি এবং জেলি পুশসহ সকল অপকর্ম রোধ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

খুলনা মহানগর পুলিশ কমিশনার মাসুদুর রহমান ভুঁইয়া বলেন, যেকোনো প্রকারেই ঘেরে বিষ প্রয়োগ, চুরি বন্ধ করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তৎপরতা ও মনিটরিং বৃদ্ধি এবং প্রতি সপ্তাহে অগ্রগতি রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেন। আগামী ২৩, ২৫ এবং ২৭ অক্টোবর এলাকাভিত্তিক এ বিষয়ে সমাবেশ করা হবে। সভায় অর্ধশতাধিক ঘের মালিক তাদের ঘেরের মাছ চুরিসহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলক কুমার মণ্ডল, দৌলতপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ আলী, খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, মহানগরীর পাঁচ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং ঘের মালিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৫

**বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় উদ্‌যাপিত হলো**

**বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী**

কলকাতা (ভারত), ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের বাংলাদেশ গ্যালারিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, বাণী পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে অনাথ ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় খাবার।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা শহিদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর শহিদ শেখ রাসেলের জীবনের উপর এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোঃ শামসুল আরিফ যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু গবেষক সৌগত চট্টোপাধ্যায় বলেন, জন্ম হয়েছিল এক অশান্ত সময়ে যে সময় পরিণত করে তুলেছিল শহিদ শেখ রাসেলকে তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। পারিবারিক পরম্পরায় তিনি সেই বয়সেই যেন বার্টান্ড রাসেলের দর্শনকে ছুঁয়ে এগিয়ে চলছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর শারীরিক যন্ত্রণার আগে তার প্রিয়জনের রক্ত দেখানোর যন্ত্রণা থেকেও তাকে নিস্তার দেওয়া হয়নি। আগামীর শিশুদের একটা আনন্দময় পৃথিবী দেওয়াই হোক শেখ রাসেল দিবস পালনের লক্ষ্য।

প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন পিতার অর্জনকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করার মাধ্যমে পিতৃত্বের দায়শোধের অনন্য উপমা সৃষ্টি করেন তখন বলাই বাহুল্য পিতার সবচেয়ে আদরের সর্বকনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত, অদম্য শিশু রাসেল পিতার অর্জনকে কত উচ্চতায় নিতে পারতেন, ঘাতকরা সেটা বুঝেছিল। তাইতো ১৫ই আগস্টের সর্বশেষ শহিদের নাম শেখ রাসেল।

উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, শেখ রাসেল একটি স্বপ্নের নাম, যে স্বপ্ন আজকের বাংলাদেশ। একটি ছোট ছেলে, যাকে নিয়ে সবার আশা ছিলো যে, সে বড় হয়ে দেশ গড়বে, তাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। নির্মম বুলেট শুধু তাকেই কেড়ে নেইনি, কেড়ে নিয়েছিলো বাংলাদেশের স্বপ্নকেও, কিন্তু বাঙালিকে দাবায় রাখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি সেই স্বপ্ন পূরণের পথে, বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলছে, এগিয়ে যাবে।

কবিতা আর গানে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় কলকাতায় অধ্যায়নরত বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

রঞ্জন/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২২/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৪

**শেখ রাসেলের মতো যেন আর কোনো শিশুকে জীবন দিতে না হয়**

**-- পররাষ্ট্র মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ‘১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। শুধু একটা বাড়ি নয়, তিনটি বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছিল। এমনকি শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। এরকম নির্মম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ঘটেছে বলে জানা নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা পৃথিবীতে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে চাই না। আজকে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত- আমরা এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলবো যেখানে শেখ রাসেলের মতো যেন আর কোনো শিশুকে জীবন দিতে না হয়।’

শেখ রাসেল দিবস - ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, পৃথিবীতে যত শিশু আছে, সব শিশুর অধিকার, তাদের জীবনের অধিকার, তাদের বয়সে যেসব অধিকার পাওয়ার কথা সেগুলো নিশ্চিত করা এবং সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, এমন পৃথিবী আমরা রেখে যেতে চাই যেখানে শিশুরা নিঃসংকোচে জীবনযাপন করতে পারবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে রেখেছিলেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় সোচ্চার, শান্তির সংগ্রামী বার্ট্রান্ড রাসেলের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পুত্রের নাম রেখে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।’

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা “আমাদের ছোট রাসেল সোনা” বইয়ের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বলেন, ‘১৯৭৫ সালের পনের আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, মাত্র এগারো বছরের ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওই ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল- কী কষ্টই না ও পেয়েছিল! কেন, কেন, কেন আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিল? আমি কি কোনোদিন এই "কেন"র উত্তর পাব?’ শাহরিয়ার আলম বলেন, “বঙ্গবন্ধুকন্যার এই আকুতিভরা প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কেউ দিতে পারেনি। হয়তো কেউ দিতেও পারবে না।”

স্বাগত বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘শেখ রাসেল জন্মের পরে ছয় বছর পর্যন্ত পিতার আদর, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন যে শিশুটি, তাকেই কি না ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারাতে হলো।’ তিনি বলেন, ‘পৃথিবীতে যুগে যুগে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কিন্তু এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড কোথাও ঘটেনি। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, শহিদ শেখ রাসেল হতে পারেন আগামী দিনের শিশুদের প্রেরণা। জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতির পুত্র হয়েও যে সাধারণ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তার পথচলা শুরু হয়েছিল, সাধারণ মানের স্কুল, সাদামাটা জীবনযাপন, আর দশটা সন্তানের মতই রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং পারিবারিক শিষ্টাচার ও আদব কায়দার যে উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন তা আগামী দিনের শিশুদের চলার পথের বিরাট এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।’

অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতীয় শিশু অধিকার কর্মী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী’র প্রেরিত ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। এরপর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে থিম সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষাংশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ ১৯৭৫ এর পনের আগস্টে শাহাদাতবরণকারী সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

মোহসিন/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯৩

**যুবলীগ একাই বিএনপিকে মোকাবিলা করতে যথেষ্ট**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ লাগবে না, যুবলীগ একাই বিএনপিকে মোকাবিলা করতে যথেষ্ট। আমরা এখনো মোকাবিলার ঘোষণা দেইনি। আমরা যদি মোকাবিলার ঘোষণা দিয়ে নামি তাহলে তারা পালানোর পথ পাবে না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যুবলীগ আওয়ামী লীগের ভ্যানগার্ড। তাই যুবলীগের নেতাকর্মীদের বলবো সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, যখন নির্দেশ আসবে তখনই জনগণকে নিয়ে এই সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করতে হবে।

যুবলীগ সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশের সভাপতিত্বে সুবর্ণা মুস্তাফা এমপি বিশেষ অতিথি, শেখ রাসেলের চাচাতো ভাই শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল এমপি সম্মানিত অতিথি হিসেবে ও যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। ২০১৩-১৪-১৫ সালে এমন বিশৃঙ্খলা করেছিল যে, গাছও তারা উপড়ে ফেলেছিল। মানুষের ওপর তো বটেই, গাড়ি, গবাদিপশু এমন কি মুরগির ওপরও তারা হামলা চালিয়েছিল। তাতে সরকার পতন হয়নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার সেই আন্দোলন, নৈরাজ্য মোকাবিলা করেছে। আমরা জানি কীভাবে সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করতে হবে, যখন মোকাবিলা করার প্রয়োজন হবে আমরা থাকবো।’

আওয়ামী লীগ নেতা ড. হাছান তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘আজ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট যখন শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। যখন ৩২ নম্বরে একে একে সবাইকে হত্যা করা হচ্ছিল তখন তিনি শেখ রাসেল ৩২ নম্বরের কর্মচারী রমা যিনি এখনো বেঁচে আছেন, তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। শেখ রাসেল যখন বলছে- আমি মায়ের কাছে যাবো, তখন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে নেওয়ার কথা বলে ঘাতকরা সেদিন শেখ রাসেলের মতো ছোট্ট শিশুকে হত্যা করেছিল।’

হাছান বলেন, ‘যুবলীগ প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর সহধর্মিণী বেগম আরজু মনির লাশ যখন মেঝেতে পড়েছিল, ফজলে শামস পরশের বয়স তখন ৫ বছর এবং তাপসের বয়স সাড়ে তিন বছর। পরশ মা-বাবা হারানো কিছুটা বুঝতে পারলেও তাপস যিনি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সুযোগ্য মেয়র, মায়ের লাশ ধরে ধরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলছিল- মা ওঠো ওঠো। মা-বাবা যে তার চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারেনি। সেদিন মানবতার বিরুদ্ধে এতো নির্মম অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল। আর সেই অপরাধের প্রধান কুশীলব ছিল খন্দকার মুশতাক, আর তার প্রধান সহযোগী ছিল খুনি জিয়াউর রহমান।’

‘১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর খুনিদের বিচার বন্ধ করে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি হলো যখন জিয়াউর রহমান প্রধান সেনাপতি, আর জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর পার্লামেন্টে প্রথম অধিবেশনে তার নির্দেশে খুনিদের বাঁচাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করা হলো’ বর্ণনা করেন তিনি।

আহত বিস্ময়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একজন ডাকাতও যদি খুন হয়, একজন খুনিকেও যদি কেউ খুন করে তারপরও সেটার বিচার হয়। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, যিনি জাতিকে স্লোগান শিখিয়েছেন- ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’, ‘তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’, ‘তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি’, যে নেতা হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাঙালিকে সেই স্লোগান শিখিয়ে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না! শেখ রাসেলের হত্যার বিচার হবে না, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের হত্যার বিচার হবে না, শেখ কামাল, শেখ জামালের, তাঁর নববধূকে হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না! এভাবে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল জিয়াউর রহমান আর আজকে তার তৈরি দল বিএনপি মানবাধিকারের কথা বলে!'

বিশেষ অতিথি সুবর্ণা মুস্তাফা বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে দেশের যুবসমাজসহ সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশবিরোধী খুনিচক্রকে প্রতিহত করাই আজকের শপথ।’

শেখ রাসেলের বাল্যকালের খেলার সাথী শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল বাষ্পরুদ্ধ কন্ঠে বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৫ আগস্ট নিহত হওয়া তার কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় পরশ বলেন, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের নাম রেখেছিলেন বড় আশা করে। কিন্তু খুনি ঘাতকেরা পিতা-মাতার সাথে পুত্রদেরও হত্যা করেছে। এই নির্মম ঘটনার শুধু হত্যাকারী নয়, সকল ষড়যন্ত্রকারীরও বিচার এ জাতির দাবি।

সাধারণ সম্পাদক নিখিল বলেন, আমরা শহিদ শেখ রাসেলের জন্মদিনে তার হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক দল বিএনপির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাই। কারণ, তা না হলে তাদের ষড়যন্ত্র থামবে না, দেশে শান্তি আসবে না।’

সভায় শেখ রাসেল স্মরণে মঞ্চপর্দায় গান ও আবৃত্তি সম্প্রচার অনুষ্ঠানকে আবেগঘন রূপ দেয়।

#

আকরাম/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯২

**বাংলাদেশকে আধুনিক উন্নত দেশ গঠন করে শেখ রাসেল হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে**

**--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশকে আধুনিক উন্নত দেশ গঠন করে শেখ রাসেলের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। শেখ রাসেলের জন্মদিনে হোক আমাদের এ প্রতিজ্ঞা।

আজ ঢাকায় টিসিবি ভবন অডিটরিয়ামে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাদের সফল হয়নি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে না নেয়া। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কিছু সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও বাংলাদেশ এবং আমাদের স্বাধীনতার সেøাগানকে বদলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রতিহত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা উন্নত দেশ গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে সে স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই পরাজিত শক্তি। এ হত্যা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা নয়, তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। শিশু রাসেলের কোনো দোষ ছিল না, তারপরও তাকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ রাসেলের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল। তারা সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে দেয়নি।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স¦রচিত কবিতা পাঠ করেন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ জাফর উদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) মাহফুজা আখতার।

#

বকসী/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯১

**যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

ভূমি মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন করেছে। আজ ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্যাপনের কর্মসূচি শুরু করে ভূমি মন্ত্রণালয়। এরপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি সচিবের সভাপতিত্বে শেখ রাসেল দিবস শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভূমি সচিব বলেন, এই অঞ্চলের মানুষের অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানোর কারণে যে সময়ে পাকিস্তানি পেটোয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ডে জাতির পিতার পরিবার কঠিন অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গমন করছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁর পরিবার আলোকিত করে ১৯৬৪ সালের আজকের এই দিনে জন্ম নিয়েছিলেন ছোট্ট শিশু শেখ রাসেল। তিনি আরো বলেন, শেখ রাসেল ছিলেন খুব মেধাবী, নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক।

সচিব বলেন, বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ত্যাগের জন্য তাঁদের কাছে জাতি চিরকৃতজ্ঞ। জাতির পিতার পরিবার ও সদস্যগণের জীবন দর্শন থেকে আমাদের সবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের পরিবারের ছোট ছোট সদস্য ও শিশুদের শহিদ শেখ রাসেলেকে হৃদয়ের মণিকোঠায় লালন করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশু শেখ রাসেলের স্মৃতিময় আলেখ্য, তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাব ও অপরিসীম সাহসিকতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করতে শেখাতে হবে আমাদের সন্তানদের। যেন আজকের প্রজন্মের শিশুরা শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশকে পরিচালিত করতে পারে এবং দিতে পারে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

#

নাহিয়ান/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯০

**এক রাসেল লোকান্তরে, লক্ষ রাসেল ঘরে ঘরে**

**--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারকে নিশ্চিহ্ন করতে ঘাতকরা শেখ রাসেলকে নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে কিন্তু তারা সফল হয়নি। আজকে এক রাসেল থেকে লাখ লাখ রাসেলের জন্ম হয়েছে। রাসেলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্দিগন্তে। তিনি বলেন, শেখ রাসেল দিবসের অঙ্গীকার হলো সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯ তম জন্মদিন ও ‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান। বক্তৃতা করেন গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলে রাসেলের সহপাঠী অধ্যাপক গীতাঞ্জলি বড়ুয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সৈয়দ মামুনুল আলম।

আলোচনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

#

তুহিন/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ১২০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪০৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭৫ হাজার ৪০৬ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৮

**শেখ রাসেল তাঁর দশ বছরের জীবনে কষ্ট, বেদনা এবং সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন**

**--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, শহিদ শেখ রাসেল তাঁর দশ বছরের জীবনে অনেক কষ্ট, বেদনা এবং সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি বলেন, শেখ রাসেলের বেদনা, কষ্ট এবং তাঁর আবেগ অনুভূতির কথা লিখেছেন শেখ রাসেলের বড় বোন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর ‘ছোট রাসেল সোনা’ বইটিতে। শেখ রাসেল নির্মল প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের মাঝে চিরদিন থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অভ্ ফেম-এ ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে ‘শেখ রাসেল নির্মম হত্যাকাণ্ড: ন্যায়বিচার, শান্তি ও প্রগতির পথে কালো অধ্যায়’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শেখ রাসেলের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড শুধু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয় উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ রাসেলকে হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরসূরিদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। সে কারণে আমরা বলি যে শেখ রাসেলের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, শান্তি এবং প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল।

পলক বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, নিরাপদ বাংলাদেশ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশের কোটি কোটি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে আমরা সকলে মিলে শেখ রাসেলকে অমর করে রাখতে চাই।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সূচনা ফাউন্ডেশনের সিইও ডা. সাকি খোন্দকার এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও উপস্থাপক মিথিলা ফারজানা। সেমিনারে শেখ রাসেলের ওপর নির্মিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র ও অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনীসহ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে নির্মিত থিম সংগীত পরিবেশন করা হয়।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ‘শেখ রাসেল দিবস- ২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি আনন্দ শোভাযাত্রা।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ এর উদ্বোধন ও শেখ রাসেল পদক’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত হন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব ও ৩০০ শেখ রাসেল স্কুল অভ্ ফিউচার-এর উদ্বোধন করেন।

#

শহীদুল/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৭

**সমগ্র পৃথিবী একদিন শেখ রাসেল দিবস পালন করবে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭৫ সালে শুধু বঙ্গবন্ধুকে না; তাঁর পরিবারকেও হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ডে শিশু রাসেলকেও তারা ছাড়েনি। শিশু রাসেলের ছবির দিকে তাকালেই দেখি তাঁর আলোকিত চোখ। হত্যাকাণ্ডের সময় রাসেল বলেছিল ‘আমি মায়ের কাছে যাব। আমাকে মেরোনা; আমি কখনো পরিচয় দিব না।’ তারপরও ঘাতকরা শিশু রাসেলকে ছাড়েনি। তিনি বলেন, শেখ রাসেল সমস্ত পৃথিবীর শিশুদের মানবিকতার প্রতীক হয়ে উঠছে। পৃথিবী যদি সত্যিই মানবিকতার কথা বলে-তাহলে সমগ্র পৃথিবী একদিন শেখ রাসেল দিবস পালন করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলামটরস্থ বিআইডব্লিউটিসি কার্যালয়ে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম লায়লা জেসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীর, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান আহমদ শামীম আল রাজী এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সাজেদুল ইসলাম।

খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না-সে লক্ষ্যে অধ্যাদেশ জারি এবং পরে তা আইনে পরিণত করা হয়। এর থেকে দুর্ভাগ্য দেশের জন্য, জাতির জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য কিছুই হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচারের রায় কাযর্কর করা হয়েছে, যারা পলাতক আছে তাদের বিচারের দাবিতে দেশে আনার চেষ্টা চলছে, উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, খুনিরা দেশকে এবং দেশের মানুষকে এগোতে দেয়নি, আমরা সেই খুনিদের বিচার করতে পেরেছি বলেই অপরাধীদেরকে দমন করতে পেরেছি, তাই বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

অনুষ্ঠানে শহিদ শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য দোয়া করা হয়।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী বিআইডব্লিউটিসি কার্যালয়ে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৬

**শেখ রাসেল ছিল অমিত সম্ভাবনাময় প্রতিভা**

**--- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতক চক্র। শেখ রাসেলকে হত্যার ঘটনা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম এক হত্যাকাণ্ড।

খাদ্যমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ছোট শিশু রাসেল। পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কিন্তু এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে বিরল।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, শেখ রাসেল ছিল অমিত সম্ভাবনাময় এক প্রতিভা। শেখ রাসেলকে ফুলের কুঁড়ির সাথে তুলনা করে তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সবচেয়ে ভালোবাসা ও স্নেহের ছিল শিশু শেখ রাসেল। বাঁচার জন্য ঘাতকদের কাছে আকুতি জানিয়েছিল রাসেল। মায়ের কাছে যাবার কথা বলেছিল। মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঘাতকরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সন্তানেরা পিতার মতো হওয়ার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর জেষ্ঠ্য পুত্র শেখ কামাল রাজনীতিতে এসেছিলেন। শেখ রাসেল হয়তো পিতার মতো রাজনীতিতেই আসতেন। এ সময় মন্ত্রী আগামী প্রজন্মের কাছে শেখ রাসেলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার ঘটনা ও তাঁর অমিত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার এবং ফুড প্রকিউরিং ও মনিটরিং ইউনিটের মহাপরিচালক মোঃ সহিদুজ্জামান ফারুকীসহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটেন মন্ত্রী।

#

কামাল/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৫

**নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, নিরাপদ ও শিশুবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সরকার যে কোনো শিশুরই অকাল মৃত্যু রোধ করতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিমন্ত্রী আজ ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে ঘাতকচক্র সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। ঘাতকরা ১১ বছরের রাসেলকে হত্যার মাধ্যমে তাদের নির্মমতা ও পৈশাচিকতা প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, কুচক্রীমহলের চক্রান্ত এখনও চলছে। তারা বাংলাদেশ চায়নি, বাংলাদেশের উন্নয়ন চায়নি। সম্মিলিতভাবে এদের প্রতিহত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দৃঢ়তার সাথে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রেখে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী এসময় শেখ রাসেলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ছোটবেলায় অনেকদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছেন। এসময় তিনি রাসেলের সঙ্গে শৈশবে একসাথে খেলাধুলা করার কথা স্মরণ করেন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নিজাম উদ্দিন, বিপিসির চেয়ারম্যান এবিএম আজাদ, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান, পিডিবির চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এর আগে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ ভবনে শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

#

আসলাম/পাশা/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৪

**সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল -এ ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’**

**ও শহিদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন**

সিডনি (১৮ অক্টোবর) :

সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’ ও শহিদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়েছে। আজ সিডনির কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিডনিতে বসবাসকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো ‘ক’ শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে সারা দেশে একযোগে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে পালিত হচ্ছে ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’।

দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ, শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শেখ রাসেলসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল শহিদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত, দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, শেখ রাসেলের জীবনের ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। এরপর শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীরা তাদের গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে আগত অতিথিদের মুগ্ধ করে।

কনসাল জেনারেল মোঃ শাখাওয়াত হোসেন তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি শহিদ শেখ রাসেলের জীবনের স্মৃতিচারণ করে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, শেখ রাসেলের আজ ৫৯তম জন্মদিন হলেও সমগ্র বাংলাদেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের নিকট রাসেল এখনও সেই ছোট রাসেল হিসেবেই পরিচিত। এ বছরে শেখ রাসেল দিবসের প্রতিপাদ্য ‘শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক’ যথাযথ হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, শেখ রাসেলের মর্মান্তিক বিয়োগ আমাদের সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে মর্মাহত করে। তিনি এই শোককে শক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর-তরুণের মুখে হাসি ফোটাতে এবং বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে সকলকে কাজ করে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদেরকে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেয়া হয়।

সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ছাড়াও ব্রুনাইতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন, মুম্বাইয়ে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়েছে।

#

শাখাওয়াত/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৩

**সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাতৃত্বকালীন প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৪ ঘণ্টা দেয়া হবে**

**--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৫০০টি ‘মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র’ উদ্বোধন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৫০০টি কেন্দ্র উদ্বোধন করেন এবং একই মঞ্চে জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কেটে শুভেচ্ছা জানান।

দেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় ২৫-৩৫ হাজার জনসাধারণ বসবাস করে। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই এখানে বাস করে। এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে মা, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এ প্রেক্ষিতে, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং সেবাকেন্দ্র হতে ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসবসেবা প্রদানের জন্য সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা হতে একটি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে ৫০০টি কেন্দ্রকে প্রাথমিক পর্যায়ে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ সাইফুল হাসান বাদলের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহান আরা বানু, এনডিসি; নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাশেদা আকতার, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম আমিরুল মোর্শেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

#

মাইদুল/পাশা/রফিকুল/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৭২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪১৮২

**শহিদ শেখ রাসেল বাঙালির অন্তর জুড়ে থাকবে চিরকাল**

**-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, যে শিশুর চোখের তারায় ছিল অপার সম্ভাবনা, অন্য রকম আলো, বিকশিত হওয়ার আগেই যাকে ঝরে যেতে হলো, সেই রাসেল আমাদের ভালোবাসা, বাঙালির অন্তর জুড়ে থাকবে চিরকাল। তিনি বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকবে, ততদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শেখ রাসেলও বেঁচে থাকবে বাঙালির হৃদয়ে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন ও ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। শেখ রাসেল দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য ‘শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক’।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মু.আঃ আউয়াল হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) মু. মুনীম হাসান, যুগ্ম সচিব নায়েব আলী মণ্ডল, ও যুগ্ম সচিব মোঃ রবিউল ইসলাম ।

আলোচনা শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এর পূর্বে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শেখ রাসেল এর রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান । অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, ড. সৈয়দ শাহ এমরান, মোঃ আনিছুর রহমান সরকার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৫৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮১

**বঙ্গবন্ধুর রক্ত চিরতরে মুছে ফেলতেই শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল**

**--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর রক্ত চিরতরে মুছে ফেলতেই শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বেঁচে থাকলে আজ হয়তো বঙ্গবন্ধুর মতই বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেন, বিশ্বের শোষিত মানুষের নেতা হতেন। তাঁকে নিয়ে দেশ ও জাতি গর্ববোধ করতো।

আজ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতির স্মরণে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েব সাইটে শেখ রাসেল শিশু কর্নারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ রাসেল এক সাহসী, প্রাণবন্ত সত্ত্বার নাম। মানবতার এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতীক শেখ রাসেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মাত্র ১০ বছর বয়সে শিশু রাসেলকে তাঁর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ঘাতকেরা। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা হলো এই হত্যাকাণ্ড, যা করতেও নির্মম ঘাতকরা কুণ্ঠিত হয়নি সেদিন।

তিনি বলেন, শেখ রাসেল আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আছে তাঁর স্মৃতি। এই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গতবছর ১৮ অক্টোবরকে শেখ রাসেল দিবস ঘোষণা করেছে। এই দিবস বাংলাদেশের জনগণকে আদর্শ মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অনুষ্ঠানে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সচিব মোঃ মুনিরুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বরঃ ৪১৮০

**শেখ রাসেলের নামে জাতীয় মেধাসম্পদ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে**

**-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্রের নামে  ‘শেখ রাসেল জাতীয় মেধাসম্পদ একাডেমি’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রার সাহসী সারথি হিসেবে গত এক যুগে শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় বেশ কিছু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ রাসেল জাতীয় মেধাসম্পদ একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ পরিসেবার মান উন্নয়ন সহজ হবে।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি তারা অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেয়নি। এরকম নির্মমতার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। নরপিশাচরা বঙ্গবন্ধুর সাথে নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করেছিল। শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিলো।

এর আগে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও কেক কাটা এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

#

মাহমুদুল/রাহাত/রফিকুল/আরাফাত/লিখন/২০২২/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৭৯

**বিদেশি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে টেকসই করতে ও কৃষিখাতের রূপান্তরের জন্য বিনিয়োগ করতে উন্নত দেশ, আন্তর্জাতিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশের কৃষিখাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন।

মন্ত্রী আজ ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বিশ্ব খাদ্য ফোরামের ‘বিনিয়োগ সম্মেলন’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও পরবর্তী সেশনে এসব কথা বলেন ।

 এতে এফএও’র মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু, চিফ ইকোনমিস্ট টরেরো কুলেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য রোমে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদার, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর ও রোম দূতাবাসের ইকোনমিক কাউন্সেলর মানস মিত্র সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

 নির্ধারিত সেশনে কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষিখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে ও কৃষিপণ্যের রপ্তানিতে অনেকটা পিছিয়ে আছে। অথচ এসব ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

 বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা-এই ৪টি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এসব খাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন। বাংলাদেশে কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য এ খাতগুলো খুবই সম্ভাবনাময় এবং লাভজনক হবে ।

এ সময় আলু, পেঁয়াজ, আম ও টমেটো-এই চারটি পণ্যের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে দ্রুত বিনিয়োগ কামনা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে পেঁয়াজ, আম ও টমেটোসহ শাকসবজি সংরক্ষণের এখনো তেমন প্রযুক্তি নেই, কোল্ড স্টোরেজ নেই। এছাড়া, এসব পণ্য সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ২৫-৪০% নষ্ট হয়ে যায়।

#

কামরুল/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/আরাফাত/লিখন/২০২২/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৮

**মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ রাসেল আমাদের হৃদয়ের গভীরে চিরভাস্মর**

**-- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি আর দেশি-বিদেশি অপশক্তির ষড়যন্ত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে বিশ্বের ইতিহাসের বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। শিশু শেখ রাসেলও রক্ষা পাননি এ হত্যাকাণ্ড থেকে। রাষ্ট্রও সেদিন হত্যাকারীদের পাশে দাঁড়ায়। জাতি হিসেবে আমরা ডুবলাম আকণ্ঠ লজ্জায়। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় মাত্র ১১বছর বয়সে শহিদ হন শেখ রাসেল। স্বল্পস্থায়ী জীবনের অধিকারী হলেও তার আতিথেয়তা, পরোপকার এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলির জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ রাসেল আমাদের হৃদয়ের গভীরে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে ‘শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক’ প্রতিপাদ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আব্দুল হামিদ ও বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভার পূর্বে মন্ত্রী বন অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়া মাহফিলে শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। দোয়া মাহফিলের পর বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক উদ্ধার করা বিভিন্ন প্রজাতির পাখি অবমুক্ত করেন মন্ত্রী।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, হত্যাকারীরা জানতো জাতির পিতার রক্তের ধারা যতদিন এ দেশের মাটিতে থাকবে ততদিন বাংলাদেশকে ঘিরে কোনো কুপরিকল্পনাই তারা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। তাই তারা বঙ্গবন্ধুর রক্তের ধারাকেও চিরতরে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আর এ কারণেই শিশু রাসেলকে হত্যা করতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি তারা। ষড়যন্ত্রকারীদের সকল আশঙ্কা সত্য করে জাতির পিতার রক্তের ধারার হাত ধরেই বাংলাদেশ আজ ঘুরে দঁড়িয়েছে, বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

#

দীপংকর/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/আরাফাত/লিখন/২০২২/১৮২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৭৭

**গ্রামীণফোনকে সেবার মান নিশ্চিত করতে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর নির্দেশ**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

গ্রাহক ভোগান্তি নিরসনে মোবাইল সেবার মান নিশ্চিত করতে গ্রামীণফোনকে নির্দেশ দিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। টেলিনর’র নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অভ্ এশিয়া জর্গেন সি আরেন্টজ রজট্রাপ এর নেতৃত্বে গ্রামীণফোনের একটি প্রতিনিধিদল ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এই নির্দেশ দেন।

সাক্ষাৎকালে তারা মোবাইল সেবার মানোন্নয়ন ও ফাইভ জি সেবা চালু, দেশে স্মার্টফোন গ্রাহক শতভাগে উন্নীত করার কৌশল ও ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং মোবাইল ইন্টারনেট সম্প্রসারণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ‌্যমে গ্রামীণফোন তাদের মোবাইলফোন সেবা অব‌্যাহত রাখবে এই আশাবাদ ব‌্যক্ত করে বলেন, সেবার মান যত বাড়বে কলড্রপ ভরতুকি তত কমে আসবে। গুগল কিংবা মাইক্রোসফট আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে।  উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া ডিজিটাল যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কারো পক্ষে সহজ হবে না। তিনি বলেন, এক সময় মানুষ ভয়েস কলের মধ‌্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের ধারাবাহিকতায় এখন তারা ইন্টারনেটই নয় উচ্চগতির ইন্টারনেট চায়।

মন্ত্রী বলেন, মোবাইল  সেবার মান  নিশ্চিত করতে  অবকাঠামো উন্নয়নে সম্ভাব‌্য সব কিছু করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ইতোমধ‌্যে আমরা চাহিদার মানদণ্ড বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন মতো স্পেকট্রাম বরাদ্দ দিয়েছি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মোবাইল অপারেটরসমূহ সহসাই গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত মোবাইল সেবা প্রদানে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন। এ সময় স্মার্টফোন ব‌্যবহারের হার শতভাগে উন্নীত করতে গ্রামীণফোনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সাধারণ গ্রাহকগণ যাতে কিস্তিতে স্মার্টফোন কিনতে পারেন এমন উদ‌্যোগ নিলে তা হবে খুবই প্রশংসিত।

জর্গেন সি আরেন্টজ রজট্রাপ তরুণ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন, স্মার্টফোন প্রসার, ডেটা সিকিউরিটি, ডেটা প্রাইভেসি এবং আগামী এক বছরের মধ‌্যে গ্রামীণফোনের সক্ষমতা দ্বিগুণে উন্নীত করতে তাদের পরিকল্পনার বিষয়টি মন্ত্রীকে অবহিত করেন। তিনি মন্ত্রীকে গ্রাহক সেবার মান সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতিও প্রদান রাখার করেন। একই সাথে তিনি ২০২১ ও ২০২২ সালের স্পেকট্রাম নিলামের প্রশংসা করেন।

  প্রতিনিধিদলের অপর সদস‌্যরা হলেন টেলিনরের হেড অভ্ এক্সটারনেল রিলেশন মনিষা দগরা, হেড অভ্ ইনভেস্টমেন্ট ম‌্যানেজমেন্ট ওলি জর্ন জুলস্টাড এবং গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান।

#

শেফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/আরাফাত/লিখন/২০২২/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৬

**প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনারের বৈঠক**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এর সাথে বাংলাদেশে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনার হাজনাহ মোঃ হাসিম -এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আজ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর অফিস কক্ষে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তাঁরা বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার, মালয়েশিয়ায় স্বল্পতম সময়ে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণ ও কর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম এনডিসি, বোয়েসল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের কাউন্সেলর আনিস ওয়াজদি মোহা. ইউসুফ প্রথম সচিব মোহা. আসজুয়ান আব্দুল সামাত প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৫

**প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র রাসেলকে হত্যার মাধ্যমে ঘাতকচক্র অনেক সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটিয়েছে। শেখ রাসেলের ধমনীতে ছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাসেল বেঁচে থাকলে আজ সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতো। মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু রাসেলকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে রাসেলের জন্য ভালোবাসাকে সব শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, শহীদ শেখ রাসেল স্বপ্নের প্রতীক। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে ঘাতকরা শেখ রাসেলের সাথে অনেক স্বপ্নকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শিশু রাসেল যে নির্মলতা, যে প্রাণোচ্ছলতার প্রতীক সেই চেতনার আলোকে বাংলাদেশের সকল শিশুর নিরাপত্তার জন্য কাজ করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম এনডিসি, বোয়েসল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৪

**‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২ কার্তিক (১৮ অক্টোবর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯ তম জন্মদিন “শেখ রাসেল দিবস ২০২২” উদযাপনউপলক্ষ্যে আজ বাদ যোহর দুপুর ১.৩০ টায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শেখ রাসেলের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মো: মুশফিকুর রহমান, পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, ড. সৈয়দ শাহ এমরান, মো: আনিছুর রহমান সরকার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান। অন্যদিকে শেখ রাসেলের ৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০ টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের গণশিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

শায়লা/অনসূয়া/ডালিয়া/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৪৪০ ঘণ্টা